জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৩০শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৫৮ ইংরাজী 13th Feb. 1952 | ৩৮শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে মাঘ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান

—•—

ভগবান কাহারও অভিলাষ অপূর্ণ রাখেন না। তবে তিনিও মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চান না। রাষ্ট্রীয় ভাষার জনৈক কবি বলিয়াছেন—

হরি হরি সব কোই কহে—
ঠগ ঠাকুরা চোর।
বিনা ভক্তি প্রেম বিনু
না মিলে নন্দ্-কিশোর।

বিখ্যাত বাঙলা যাত্রা-গায়ক স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গাহিয়াছেন—

মন ভাবলে বল কি আর হবে!
যা আছে কপালে, ফলবে কালে কালে,
কর্ম ফলাফল আপনি ফলিবে।
দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থিলে,
যার যেমন ভাগ্য সেই তেমনি পেলে,
তার দেখ সাক্ষী—হরি পেলেন লক্ষ্মী
হরের কি বিষ সম্ভবে।
পাণ্ডু কুলোদ্ভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি,
যাঁহাদের রথে শ্রীকৃষ্ণ সারথি.
তাঁরা নিজ কর্মদোষে, গেলেন বনবাসে,
রাখিতে নারে কেশবে।

* * *

বিধি যা লিখেছেন ললাট উপরে—
কার সাধ্য কে তা খণ্ডাইতে পারে,
বল, বুদ্ধি বিদ্যা পৌরুষে কি করে,
যা ঘটিবার তা ঘটিবে।
আদ্যাশক্তি মাতা যিনি জগদ্ধাত্রী,
কটাক্ষেতে যাঁর হয় সৃষ্টি স্থিতি
তাঁর পুত্র করী-শুণ্ড, পিতা অজ-মুণ্ড
পাগল পতি জানে সবে।
কণ্ঠ কহে তাই ভাবরে অদৃষ্ট
অদৃষ্টের ফল ফলাইবেন কৃষ্ণ
তাই ভাব মন ইষ্ট, ইষ্টপদে নিষ্ঠ
এ ভব যন্ত্রণা যাবে।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে, কত বিদ্বান্ বিদ্যাহীন বা স্বল্পবিত্তের নিকট কত রাজা মহারাজা তাঁহাদের স্বল্পবিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজিত হইয়াছেন। যিনি জয়ী তিনি নিজেকে বাঁকা বাহাদুর মনে করিবার আগে একবার যেন ভাবিয়া দেখেন "নমিনেশন পেপার" দাখিল করিবার পর হইতে ভোট গণনার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত উদ্বেগের মধ্য দিয়া কত বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হইয়াছে। যার সঙ্গে দেখা হইলে কথা কন নাই, তারও দ্বারস্থ হইয়া গর্ব্বরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

অনেক দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ হইয়া ভগবানের দর্পহারী নামের সার্থকতা সপ্রমাণ হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

যে সব লোক কংগ্রেসের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য জোর গলায় দুঃশাসনের অন্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারিয়া ভোটগুলি ভাগ করিয়া কংগ্রেসের জয়ের পন্থা সরল করিয়া দিয়াছে। কংগ্রেস অধিক সংখ্যক আসন লাভ করিলেও যখন হিসাব করিয়া দেখিবে ভোটদাতাগণের কত জন কংগ্রেসকে চায়, আর কত জন তাহার পরাজয় কামনা করিয়াছে, দেখিলে ক্ষণেকের জন্যও বিবেক সজাগ হইয়া উন্নত শিরকে নত করিয়া দিবে।

যিনি নিজেকে অপরাজেয় মনে করিয়া প্রথমে উন্নত গ্রীবা একটুও নত করেন নাই, শেষ অবধি তৃণাদপি সুনীচ ভাব দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ কেহ তাহা করিয়াও নিজের অপেক্ষা যাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহার নিকটে পটকান খাইয়া নিজের পদমর্য্যাদা এবং রাজশক্তি সম্পন্ন কংগ্রেসের মুখ অবনত করিয়াছেন। অনেক বিজয়ী তাঁর বৈষ্ণব-স্বভাব-সুলভ দৈন্য দেখাইয়া বলিতেছেন যে বিজয়গৌরব আমার নয় ইহা কংগ্রেসেরই লোকপ্রিয়তার প্রমাণ। কিন্তু পরাজিতের দল ইহা আমার পরাজয় নয় কংগ্রেসেরই পরাজয় বলিয়া স্বীয় দোষস্খালন করিবার প্রয়াস পাইবার সাহস করেন না।

ভগবান যে দর্পহারী—এর এক জলন্ত প্রমাণ আছে—এক ভীমাকৃতি কুস্তিগীর পালোয়ান একজন অস্থিচর্মসার ধোপার নিকটে কিরূপ আছাড় খাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল সেই গল্পটী পাঠকগণকে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

কলিকাতার এক রাজবাড়ীতে অতি প্রাচীনকালে অনেকগুলি কুস্তিগীর দারোয়ান ছিল। তারা প্রত্যহ রাজবাড়ীর প্রদত্ত ঘী ময়দা ধ্বংস করিত। সকাল সন্ধ্যায় বেড়া দেওয়া কুস্তির আখড়ায় মাটি মাখিয়া নিজেদের মধ্যে লড়াই করিত। একদিন এক ভীমাকৃতি পশ্চিমদেশীয় পালোয়ান আসিয়া ৫০০৲ পাঁচশো টাকার একটী তোড়া রাখিয়া তাহাদের আহ্বান করিল—যে কেহ তাহাকে কুস্তিতে পরাস্ত করিয়া এই টাকা উঠাইয়া লউক। যদি না পারে, আর তার নিকট পরাজিত হয়, তবে তাহাকে ৫০০৲ টাকা দিতে হইবে। নবাগত পালোয়ানের দেহের গঠন অনুসারে পরাক্রম অনুমান করিয়াই, কেহ তাহার সহিত কুস্তি প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইল না। আগত পালোয়ান তখন মাটি মাখে আর তাল ঠোকে। কেউ অগ্রসর হয় না দেখিয়া জোর গলায় নিজের ভাষায় বলে—কোই পালোয়ানকা বেটা পালোয়ান হৈ তো হাম্‌কো পটকান দেকে পানশো রূপেয়া উঠা লেয়।

কোনও পালোয়ান সাহস করে না, দেখিয়া রাজবাড়ীর কাপড় কাচে যে চিনিবাস ধোপা সে আর তার অহঙ্কার সহ্য করিতে পারিল না। চুপে চুপে দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর, রাজবাড়ীর বড় হলের জাজিমখানা ভিজলে কত ওজন হয়?" দেওয়ানজী উত্তর করিলেন—তা জলে ভিজলে সাড়ে তিন মণ, চার মণ হবে।" চিনিবাস তা শুনে বললো—হুজুর আমি ঐ ভিজে জাজিম কুঁচিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘুরিয়া আছাড় মারি। যদি হুজুর ৫০০৲ টাকা আমার হ'য়ে বাজি ধরেন, তবে আমি দেখি একবার লড়ে।" দেওয়ানজী রাজাকে বলিবামাত্র তিনি ৫০০৲ টাকার তোড়া পালোয়ানের তোড়ার পাশে রাখিবার হুকুম দিলেন। চিনিবাস মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়া আখড়ায়

নামিল। পালোয়ান তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। মনে করিল—এ ব্যাটা পাগল। চিনিবাস সব দর্শকদের বলিল—হুজুররা কেবল বলিবেন—'সাবাস রে চিনিবাস।' তা হ'লেই দেখবেন চিনিবাস কি করে। সব দর্শক মনে মনে চিনিবাসের জয় আর পালোয়ানের পরাজয় কামনা করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"সাবাস রে চিনিবাস—বলিহারী রে চিনিবাস।"

পালোয়ান উপহাস ভরে চিনিবাসের হাতে হাত মিলাইয়া কুস্তির কায়দা অনুসারে সেলাম করিতেই চিনিবাস তার হাত দুখানি ধরিয়া চির-অভ্যস্ত জাজিম কাচার মত তাহাকে নিজের পিঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া এক আছাড় দিবামাত্র দর্শকগণ ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

এই সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাঙলায় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ একজন কংগ্রেসীকে পরাস্ত করিয়া রণক্লান্তি দূর হইতে না হইতেই আর একজন সুবিখ্যাত কংগ্রেসী বীরকে ২১০০০ একুশ হাজার ভোটে হারাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। উদ্ধত ভীমাকৃতি পালোয়ান যেমন চিনিবাসের ধোবী-পটকান খাইয়া পরাস্ত হইয়াছিল তাহার সহিত ইহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে না।

কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য লাভের মর্যাদা সাত-সাতটী জাঁদরেল মন্ত্রীর শোচনীয় পরাজয়ে পশ্চিম বঙ্গে খুব উজ্জ্বলতা লাভের পরিবর্ত্তে যেন ম্লানই হইয়াছে বলিতে হইবে। মেঘের আগমনে ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে, কিন্তু তাহার কুৎসিত পদদ্বয়ের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র যেমন তাহার নৃত্য ভঙ্গ হয়, তেমনি পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেসের বিজয়োল্লাস অমাত্যবর্গের পরাজয় স্মরণে মৃদু হইয়া পড়িবে।

জঙ্গিপুর
মহকুমা স্পোর্টস্ এসোসিয়েসনের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান

আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টস্ এসোসিয়েসনের পঞ্চম বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগে বালক বালিকা, যুবক, প্রৌঢ় সকলেরই যোগদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্রীড়ামোদিগণ যুগ্ম সম্পাদকগণের নিকট বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

গরজ ফুরিয়ে

রোগী—বাবু, এর আগে যেন একটু ভাল ক'রে দেখেছেন। মিষ্টি কথাও বলেছেন। আজ তাড়াতাড়িও বটে তাড়াও দিচ্ছেন।

ডাক্তার—বেটা রোগী হ'য়ে ডাক্তারের সিমৃটম্ বুঝতে পেরেছে।

জঙ্গিপুর
কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

আগামী ৯ই মার্চ্চ হইতে নয় দিন ব্যাপী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে জঙ্গিপুর কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নানাবিধ গান বাজনা, চলচ্চিত্র, কবিগান প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। দোকান ও ষ্টলের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সুব্যবস্থা করিয়াছেন। মহকুমার অধিবাসিগণকে এই প্রদর্শনীতে কৃষিজাত দ্রব্য, সূচী-শিল্প, মৃৎশিল্প, মডেল প্রভৃতি পাঠাইয়া এই অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

সোনাটিকরী রাস্তায় পয়সা আদায়

রঘুনাথগঞ্জ হইতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন যাতায়াতের রাস্তাটী সংস্কারের জন্য বন্ধ হওয়ায় সকল প্রকার যানবাহন সোনাটিকরী গ্রামের পার্শ্বস্থ জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে। এই সুযোগে বর্ষাতি ঘাটের ইজারাদার বোঝাই গো-গাড়ীর তিন আনা ও খালি গোগাড়ীর ছয় পয়সা হারে আদায় করিতেছে। ঐ ইজারাদারের পয়সা আদায় বিষয়ে আমরা মাননীয় জেলা শাসক (য়্যাড-মিনিষ্ট্রেটর মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড) ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

২৯৯ থাং ডিঃ কমন ম্যানেজার শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য দেং মহম্মদ ইয়ার হোসেন দিং দাবি ৮৮৫৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে পাউলী ২-৯১ শতকের কাত ১৪৲ আঃ ৭০৲ থং ২৭২

৩৯২ থাং ডিঃ হরিহর ঘোষাল দেং আলকাস মণ্ডল দিং দাবি ৭৪॥৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ঠাকুরপাড়া ২৩৫ শতকের কাত ৮॥১১ পাই থং ১০৩

৪১৮ থাং ডিঃ লাবণ্যগোপাল দেবনাথ কবিরাজ দিং দেং ধনঞ্জয় দত্ত দাবি ৫৭।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ডাংরাইল ৫১ শতকের কাত ১ বিঘা ধান্য প্রতি মণ ৭॥০ টাকা হিসাবে আঃ ৫০৲ থং ১৬৩

২৬৩ থাং ডিঃ জগদিন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং রাজরাণী দাসী দিং দাবি ১৭৮৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে থারিওর ৪৩ শতকের কাত ১৮১০ আঃ ৫৲ থং ৩৯২

২০ থাং ডিঃ উমাপদ চৌধুরী দিং দেং সৃষ্টিধর মণ্ডল দাবি ১৫।৯ থানা ফরক্কা মৌজে কাশীনগর ১৯ শতকের কাত ১৮/৯ আঃ ১০৲ থং ৫৭

২২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩/৩ থানা ঐ মৌজে চৌকী ৪৭ শতকের কাত ১৶৭ আঃ ৫৲ থং ৩৬

২৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯॥৵৩ মৌজাদি ঐ ১৭১২ শতকের কাত ১/০ আঃ ৫৲ থং ১২৭

২৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯॥৵৩ মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ।৬ আঃ ৫৲ থং ৩৭

২৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯৶৩ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ।৬ আঃ ৫৲ থং ১০২

২৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৮॥০ থানা ঐ মৌজে চৌকী ও পুরান চণ্ডীপুর ১৯১১ শতকের কাত ১০৮৶৭ আঃ ৩০৲ থং ৪০।৮৪

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪ থাং ডিঃ কমলারঞ্জন ধর দিং ট্রাষ্ট এষ্টেট্ দেং হরিপদ সাহা দিং দাবি ১৭।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিজ পাঁচনপাড়া ৫০ শতকের কাত ১৮৵২ আঃ ১০৲ থং ১১৯১

৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৮৮৵০ থানা ঐ মৌজে নিজ চাঁদপাড়া ১১৩ শতকের কাত ৭॥৶৭ পাই আঃ ৪০৲ থং ১১০০

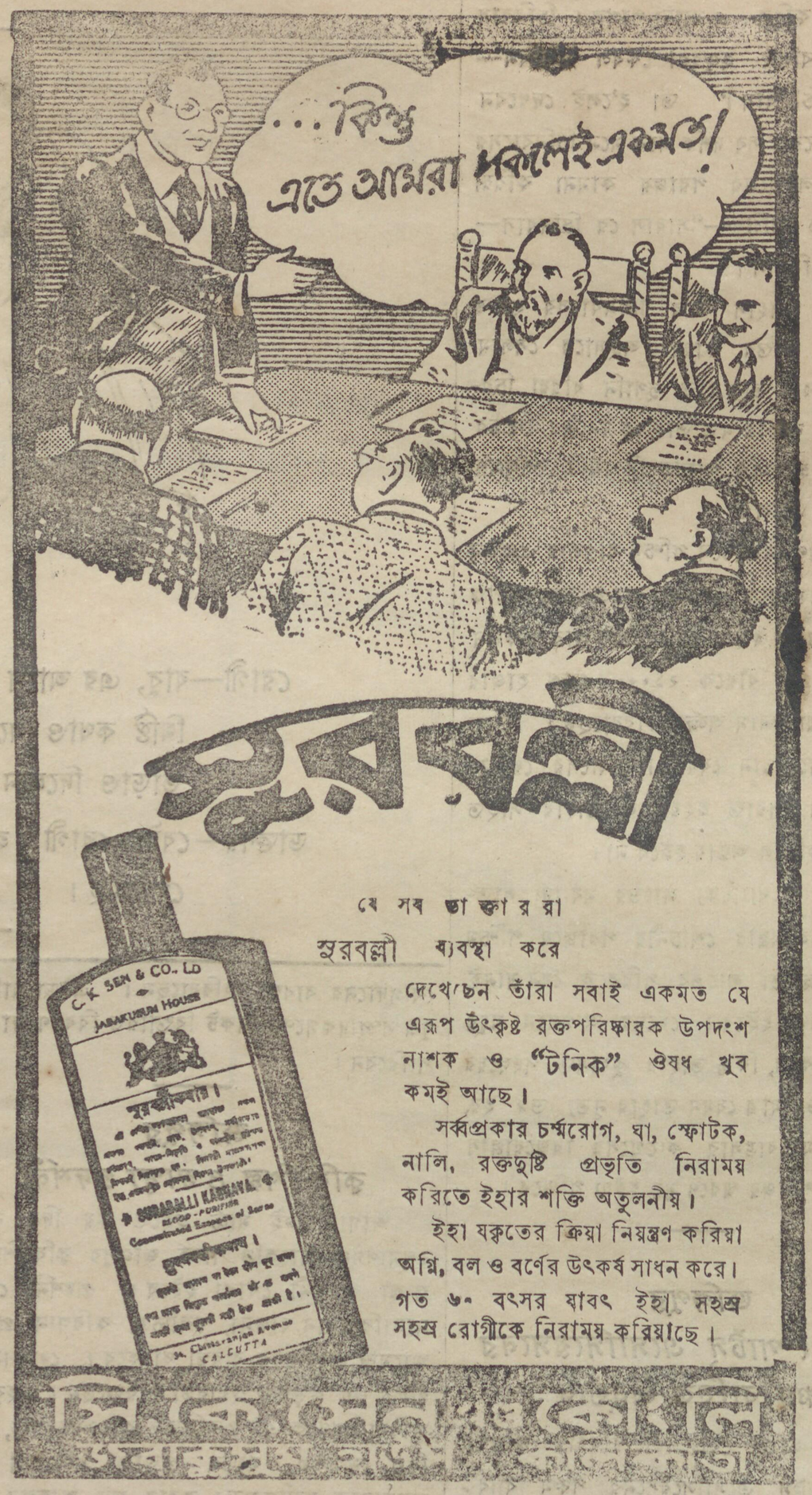

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত